সহধর্ম

অংশু মোস্তাফিজ

তোমার মুখ পানসে দুধের মতন
আটপৌড়ে। ফিদা হুসেনের
মাধুরী কর্মও এখন স্মৃতিশালা মাত্র।
নারীসুলভ হাসি
বুকময় প্রেম কিংবা আমার অস্বস্থি
বিগত কবিতার এক একটি বন্দি শ্লোক।
যদিও তোমার ছোঁয়ার চেয়ে
জীবন্ত চরিত কোন উপন্যাসে পড়িনি।
আমি অজস্রবার তোমাকে ভালবাসি বলেছি।
ভালবাসি লিখেছি।
কি এমন পরিবর্তন হয়েছে বাংলাদেশ-
সেই ক্লান্তি
নিরন্ন মানুষের ঘুমবিমুখ রাত্র;
স্বপ্নহীন যুবকের অসুস্থ্য মুখ বনাম
বিলিওনিয়ার সভানেত্রীর দেশ উদ্ধার-
ধর্ষণের ভয়ে তুমিও নাকি আড়ষ্ট আজকাল।
এবং চারদিকে ঈশ্বরের অন্ধ প্রেমিক।

একটা প্রেমের কবিতায় কতটুকুন উর্বরা
হবে আবাদী জমি- কাটফাটা রোদ
কমবে কতটুকুন চুম্বনে।
যদিও তোমার শরীরের চেয়ে
রুচিবান কিছু খাইনি রেস্টুরেন্টে।
আমি অজস্রবার তোমাকে ভালবাসি বলেছি।
একবার তুমি বিপ্লব বলো।

সব কিছু ভেঙ্গে গেছে

অংশু মোস্তাফিজ

সব কিছু ভেঙ্গে গেছে ।
পড়শীর কল থেকে জল আনা মাটির কলস-
তরুনী মায়ের কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে
গেছে জন্মের আগে ।
চালের দাম বাড়ার সময় ভেঙ্গে গেছে
অনাদিকালের একান্নবর্তী ।
সামাজিকতা ।
নির্বাচনী স্রোতে ভেঙ্গে গেছে বাবাদের ভাতৃত্ব ।
এক বর্ষার দিনে আমার চোখের সামনে
ভেঙ্গে গেছ উত্তরের দেয়াল ।
কিছু বলা হয়নি ।
কেবল দেখেছি কিভাবে ভেঙ্গে গেছে
দাদার কবর ।
সময়ের বাতিঘর ভেঙ্গে গেছে
হারিকেনের চিমনীর বয়সে ।
আমার দিগন্ত
ফাল্গুনের আবাদ
শৈশবের মঠ ভেঙ্গে গেছে বজ্রপাতে ।
গ্রাম ছাড়ার আগের রাতে শুনেছি
সাঁকো ভাঙ্গার গল্প ।
শুধুমাত্র কাকের বাসা ভাঙতে দেখিনি
এবং চৌধুরীদের আভিজাত্য ।
দরিদ্রের চুলা ভেঙ্গে গেছে ।
কৈশরে পা দিতে দিতে ভাঙলো
মার্কিনীদের টুইন টাওয়ার ।
মৌলবাদের উড়োজাহাজ ভাঙলো ।
কি কষ্ট নিয়ে ভাংলো সহস্র কিশোরীর
যৌনদেশ- তরুনের বুক ।
যুদ্ধের ময়দানে ভেঙ্গে গেছে বিনয়ের
বালাই- মানবতা-ভদ্রতাবাদ ।
সবকিছু ভেঙ্গে গেছে ।
একদিন সকালে জেগে দেখি
ল্যাম্পপোস্টের বাল্ব ভেঙ্গে গেছে ।
ক্লাবের দড়জা- হাইস্কুলের ছাদ

ভেঙ্গে গেছে কালবৈশাখীতে ।
দুর্বৃত্তের রাতের দামে ভেঙ্গে গেছে
বালিকার স্বপ্ন- মাস্টারনির ঘর ।
বিকেলের উইকেট ।
সবকিছু ভেঙ্গে গেছে ।
তুলসীগঙ্গার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে ।
জাপানের শহর ভেঙ্গে গেছে ।
স্বপ্নপুরুষের কলম ভেঙ্গে গেছে ।
যুবতীর দেহ ভেঙ্গে গেছে ।
কেবল টিকে আছে অসুরের গান ।
হিংস্রতা এবং কুসংস্কার ।
ধর্মগুলো টিকে আছে সবচে' বেশি ।
শ্লোগানের গলা ভেঙ্গে গেছে ।
সবকিছু ভেঙ্গে গেছে ।
বিশ্বাস- সৌহার্দ- সম্প্রীতি ।
বন্ধন ভেঙ্গে গেছে ।
আমার যুবক হয়ে উঠতে উঠতে
ভাঙতে দেখেছি নিজস্ব শিড়দাঁড়া ।
রাষ্ট্রনীতি ।
প্রেমিকার চশমা ।
আরোগ্য নিকেতন ।
মহাবিদ্যালয় ।
বাংলাদেশ ভেঙ্গে গেছে মহামান্যের বীর্যহীনতায় ।
চারদিকে কবিরাজ
পীর মাশায়েখ ।
দুর্বৃত্ত । ভাত চোর আমলাতন্ত্র ।
ভাঙ্গেনি কেবল হোয়াইট হাউস-
গনভবন- রীতিঘর ।
সব কিছু ভেঙ্গে গেছে ।
গড়ে উঠেছে অসভ্যতা ।
ভয়- ব্ল্যাডব্যাংক- বন্দুক কারখানা ।
মানুষগুলো ভাঙতে ভাঙতে সংস্কৃতির
অযুহাতে গড়ে তুলেছে অজস্র প্রাসাদ ।
আর ভাটাগুলোও ইটের বদলে
বানিয়েছে অবিশ্বাস ।

গায়ত্রী প্রিয়তমেষু

অংশু মোস্তাফিজ

তোমার পুরনো চিঠিতে বেশ বানান ভুল ।
কাটাকাটি । অগোছালো ।
এই মৃত্যু দিবসে পড়তে গিয়ে আবিস্কার করেছি
তোমার চেয়ে আর কেউ ভালবাসেনি আমাকে ।
আর কেউ করেনি এতটা অযত্ন ।
কেউ ভালবাসি শোনার অপেক্ষা প্রহরে
দাঁড়াইনি সন্ধে তুলসীতলায় ।

আমাদের জীবনগুলো ট্রাজেডিক উপন্যাস
হয়ে গেছে গতকাল ।
যখন তোমার চিঠিগুলো হাতে পেলাম ।
আর প্রিয়তমেষু শব্দ আমার ক্ষয়
করলো মূলত ।
কোনদিন আলো জ্বলেনি আমার বাতিঘরে ।
শুধুমাত্র অন্ধকার দেখবো বলে কালো
শার্টের হাতা জড়িয়েছি দিনমান ।

তুমি হয়তো আজ জানতে চাইবে না
কিভাবে আমার বুক পচে গেল ।
কিভাবে দুর্বৃত্তচারণ করলো নগ্ন নিয়তি ।
সাতমাথায় পড়ে থাকা রুগ্ন বালকের
কি কষ্ট; তারচে সাতসকালে বরং
স্নান সারো আরেকবার ।
বাংলাদেশ শান্ত হলে তোমাকে লিখবো একদিন ।
আপাতত জেনে রাখো, মানুষই কেবল
ভালবাসার উত্তর দক্ষিণসুরী ।

সংক্রান্তি এই চৈত্রে

অংশু মোস্তাফিজ

কিছু ধবল মেঘ ঐক্যবদ্ধ হয়ে
খুব কাছের আকাশ দিয়ে ভেসে
ভেসে উড়ে যায় ।
আর আমার ঘরের ছাদ বিচ্ছিন্ন করে ।
শাদা চুনকামের দেয়াল আমার সীমাবদ্ধতায়
অস্তিত্ব কাটে । আমি ভেঙ্গে যাই ক্রমশঃ ।
আমাকে পোড়াতে পোড়াতে
কাগজের ছাই পোড়ে নস্টালজিয়া ।
দরজা বন্ধ করে আত্মহত্যা করতে
থাকি অবিরল । আমার লাখো মানুষের
একজন হয়না শুধু হুমায়রা আনজুম ।

কিছু মৌসুমী ভৌমিক অবরত বেজে যায় ।
শুক্লদাদসের মত হয়না চৈত্র সংক্রান্তি ঝড় ।
এবারের শীত দ্রুত কেটে গেল গ্রীষ্মে ।
জিজ্ঞেস করে দেখো,
ওরা তোমাকে দেখেছে ।
আর আমার কালো শার্টের বাম পকেটের
নিচে তোমার আমার যন্ত্রণা এঁকেছে ।
ভালো দর্শক হতে পেরেছি শুধুমাত্র ।
জীবন দিয়ে দেখেছি, খুব চারদিকে
চিতা । আর পঞ্চান্ন চিত্র ।

সদুরিকা

অংশু মোস্তাফিজ

তোমার জন্য একডালা মায়া নিয়ে
বসে আছি একদিন সদুরিকা বলেছিল ।
এক জীবনের ভারে অধিগ্রহণ করো
আমাকে । বাম বুকের গহ্বরে
স্থান গড়ো । প্রতিষ্ঠা করো আমাকে ।
ঘুমন্ত প্রেমের মহত্ব দেখতে চেয়ে- এক
বালিশে শুয়ে সূর্য প্রসব দেখি,
একদিন সদুরিকাই বলেছিল ।
আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম
দুর্দান্ত জোছনায় ঘুমন্ত নারীর বুক ।

আমার প্রথম বীর্য পেতে ষোল বছর
দ্বীপ জ্বেলেছিল সদুরিকা ।
রুগ্ন পুরুষের বুকের হাড্ডি গুনে
ফেরার পথে সদুরিকা ডেকে বলেছিল,
ভালবাসা মানে হুমায়রা আনজুম ।
অনেকগুলো ঢেকুর আমাকে নির্ঘাত
শান্তি দিয়েছিল । আর আমি
নকশাল বাড়ির বারান্দায় পা
রাখার প্রাক্কালে সদুরিকা লিখেছিল,
সব মায়া মরে গেছে ।
বন্দুকের বাট হাতে নেবার পরের
চিঠিতে (ওকে লিখা শেষ) লিখেছিলাম,
মানুষ মাত্র পবিত্র জানোয়ার ।
শ্রদ্ধা নিবেদনের বিশুদ্ধ প্রাপক ।

অবশিষ্ট দীর্ঘশ্বাস

অংশু মোস্তাফিজ

কেবল কখনো কখনো দারুন ঘৃণা
নিয়ে তোমাকে ডেকেছি ।
কেবল তোমাকে দেখেছি আক্রোশভরা চোখে ।
ধ্যানমগ্ন মেঘবালিকার মতন বর্ষাকন্যা
একসাথে সারেনি গ্রীষ্মকালীন জলদ ।
আমি তোমাকে দাঁড় করিয়েছি এক্সপ্রেস
ট্রেনের একশ' গজ সম্মুখে ।
তুমি ট্রামের হর্ণের চেয়ে নাকি বেশি
কিছু শোননি আর

আমার শ্রাবন্তীর সোনামুখ নদীতে
মধ্য দুপুরের নির্ভার চিহ্ন মিশে মিশে যায় ।
কৈশোরের তুলসীগঙ্গা আজো
কলকল বয়ে যায় তিলকপুরের ধারে ।
আমি চিৎকার করে উঠি দূঃস্বপ্ন ছেড়ে
ঘুম ভাঙবার সুখে ।
প্রিয় রুবা, আমি যদি হিংস্র হতাম!
একদিন সন্ধ্যা ঝড়ের মাঝে একমুঠো শাদা
আলো দেখে আস্থা পাবে ।
বিকেলের একদিন ভীষন নীল দেখে
সুতোটুকোয় বেঁধে প্রাণপাখি উড়াবে ।
আর আমি কি কষ্ট নিয়ে তাকাবো তোমার দিকে ।

অংশু মোস্তাফিজ
সাংবাদিক, বগুড়া, বাংলাদেশ ।
ইমেইলঃ aungso1987@gmail.com